দর্শনায় সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ৬ষ্ট শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণীর ৪টি বিষয় বাতিলসহ সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করছে ছাত্র ছাত্রীরা। এ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয় তিনটি মাধ্যামিক বিদ্যালয় ও ১ টি মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীরা। এ সময় ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনার প্রধান সড়ক ও দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে।

এ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে প্রায় ১০ মিনিট। এতে মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে ছাত্র ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করতে করতে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে।

এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মাসুদ রানা, ইয়ামিন আরাফাত, রাফিজা জান্নাতুল।

দর্শনা মাধ্যামিক বালিকা বিদ্যালয়ের বৈশাখী, সাইমুন নাহার মুন ও কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র রিফাত রহমান। এ সময় ছাত্র ছাত্রীরা বলেন, ঐচ্ছিক বিষয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও জীবন জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তির আংশিক বাতিলের দাবিতে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

এ সমাবেশে ছাত্র ছাত্রীরা আরও বলেন, আমাদের পরিক্ষার মাত্র দুই মাস আছে আমরা এত পড়াশুনা করে কভার করতে পারবো না। তাই আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে প্রায়ব ৪ শতাধিক ছাত্র ছাত্রী অংশ নেয়।

চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগকে

রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল সমূহকে লাভজনক ও যুগোপযোগী করতে চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগ কে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস বরাবর স্বারকলিপি পেশ করেছে চিনি শিল্প কতৃপক্ষ।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যলয়ে পেশ কৃত স্বারকলিপিতে বলা হয়েছে, চিনিশিল্পের কৃষি বিভাগ ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কে সংস্কার ও ঢেলে সাজানো এবং লাভজনক করার দাবিতে চিনিশিল্প স্বারক লিপি পেশ করেছে ১৫ টি চিনিকলের কৃষি বিভাগ।

১৯৭২ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশবলে বাংলাদেশ চিনিকল করপোরেশন গঠিত হয়। পরে ১ জুলাই ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ চিনিকল করপোরেশন ও বাংলাদেশ ফুড এন্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন গঠন করা হয়। এর অধীনে ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিকল পরিচালিত হতো। কিন্তু বিগত সরকার লোকসানের অযুহাতে ডিসেম্বর ২০২০ সালে ৬ চিনিকল বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে যে চিনিকলের মিল চালু আছে, তাতেও সরকারের বিনিয়োগ ও সহযোগিতা যথার্থ নয়।

চিনিশিল্পে প্রায় ১৬ হাজার শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার কর্মসংস্থান। আখচাষের ওপর নির্ভর দেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় পাঁচ লক্ষ চাষী এবং এর সাথে ৫০ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। আখ একটি লাভজনক অর্থকরী ফসল এবং চিনি ও শুড় তৈরির প্রধান কাঁচামাল। কৃষি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, সৃষ্টি, অবকাঠামো, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিবেশ সুরক্ষা, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শিশু খাদ্য ও মেডিসিন তৈরিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে আখের অবদান অনস্বীকার্য।

আখ একমাত্র ফসল যা কৃষক সরাসরি সরকার নির্ধারিত মূল্যে

কৃষিভিত্তিক শিল্পে সরবরাহ করতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ কৃষিক্ষেত্রে ও আখ উৎপাদনে, চিনিশিল্পের কৃষি বিভাগ সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কাজ করে থাকে। উৎপাদন ফলন বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে আমরা কৃষিবিভাগ কৃষি ও কৃষকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কৃষি বিভাগে অনেক কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ও বিজ্ঞান বিভাগ হতে জনবল সরাসরি কৃষকের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে আখ উৎপাদ’ন ও আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মসুর, মুগ, মাসকালাই, মরিচ, সরিষা, ভুট্টাসহ আরো বিভিন্ন রকমের শাকসবজি উৎপাদনে জড়িত ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। আমরা বাংলার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে কাজ করি বিধায় চিনিকলগুলো এখনো টিকে আছে। বাংলাদেশ খাদ্য শিল্প করপোরেশনের কৃষি বিভাগের ইক্ষু উন্নয়নের সহকারি সিডিএ আব্দুল্লাহ আল মাসুদের পক্ষে স্মারকলিপি পেশ করে।

এ সময় স্বারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,কেরুজ চিনিকলের কৃষি বিভাগের সিডিএ হারিজুল ইসলাম,এ.এস.এম.কবির, এইচ এম সাকী মাহমুদ, মাঈনউদ্দিন আহমেদ, একরামুল হক খলিল, সাইফুল্লাহ, মুকুল হোসেন, শহিদুল হক,সিআইসি জুলফিকার আলী,প্রমুখ।